জগন্মাতা ফিল্মস
প্রযোজিত

শ্রীকান্তের উইল

পরিচালনা দীনেন গুপ্ত
সুর সলিল চৌধুরী

ভারত সমশের
জংবাহাদুর রানার নিবেদিত
জগন্মাতা ফিল্মস প্রযোজিত

শ্রীকান্তের উইল

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা
দীনেন গুপ্ত

চিত্রনাট্য ও সংলাপ :
ভরত সমশের জংবাহাদুর রানা
ও
বিরু মুখোপাধ্যায়

কাহিনী : প্রতিভা বসু
"জন্মান্তর" গল্প অবলম্বনে
সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী
গীত রচনা ও সংগীত :
সলিল চৌধুরী
শিল্প নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র
প্রচার অঙ্কন : বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী
(বিকেসি)
রূপসজ্জা : গোপাল হালদার
শব্দ গ্রহন : জে. ডি. ইরানী
ব্যবস্থাপনা : প্রদীপ চ্যাটার্জী
স্থিরচিত্র : স্টুডিও বলাকা
পরিচয় লেখন : দুলাল সাহা
প্রধান সহকারী পরিচালক :
সুজিত গুহ
প্রোডাকসন একসিকিউটিভ :
দিবাকর শর্মা, ঈশ্বরী শর্মা, প্রদীপ রানা
সহকারীবৃন্দ :
নির্দেশনা : তপন চ্যাটার্জী
চিত্রগ্রহন : শঙ্কর গুহ, সমিধ বোস
সম্পাদনা : শেখর চন্দ
সংগীত : সবিতা চৌধুরী
শিল্প নির্দেশনা : গুপী সেন
রূপসজ্জা : শম্ভু দাস
সাজসজ্জা : পুলিন কয়াল
ব্যবস্থাপনা : কার্ত্তিক দাস
প্রযোজনা : জগন্মাতা ফিলমস্
পাটোয়া পিকচার্স
অজয় কুমার বসু
শব্দগ্রহন : সিদ্ধি নাগ
রুমম্যান : মানিক দাস
আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, বিজয় ঘোষ, দেবেন দাস, শঙ্কর দাস
অন্তদৃশ্যগ্রহন : ওমপ্রকাশ ভর্মা
কর্ত্তৃক ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত
শব্দ পুর্ণযোজনা : বলরাম বারুই
কণ্ঠসংগীত : মান্না দে, আরতী মুখার্জী
সবিতা চৌধুরী, যেসু দাস
বিশ্বপরিবেশনা : পিয়ালী পিকচার্স
ভূমিকায় :
উত্তমকুমার, রঞ্জিত মল্লিক (অতিথি), সুমিত্রা মুখার্জী, বিকাশ রায়, গীতা দে, দীপ্তি রায় (অতিথি), সমীর মজুমদার, শ্যামল ঘোষাল, অলকা গাঙ্গুলী, রত্না ঘোষাল, কালীপদ চক্রবর্ত্তী, তপতি ঘোষ, সাধনা রায়চৌধুরী, দেবনাথ চ্যাটার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, মৃণাল মুখার্জী তপন চ্যাটার্জী, সুধীন মুখার্জী, প্রণব সিংহরায়, পীযুস কান্তি মণ্ডল, প্রদীপ নিয়োগী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, কেষ্ট মিত্র, মুরারী চক্রবর্ত্তী, সোমনাথ মুখার্জী, জ্যাম বরুয়া, কানাইলাল ঘোষ, মিসেস পাইন, পাপিয়া দত্ত, শিবানী চক্রবর্ত্তী।
শিশুশিল্পীবৃন্দ :
অয়ন গুপ্ত, সৌমিত্র মুখার্জী, কাঞ্চন দে বিশ্বাস, দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ক্রীত রানা, রাজু, পঙ্কজ ঘোষ, প্রশান্ত নাথ, সুজিত সাহা, সুদীপ্ত ভৌমিক, সমীর দাস, শিবব্রত সিংহরায়, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, শকুন্তলা ব্যানার্জী ও
মাষ্টার সঞ্জয় সিন্‌হা

বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান শ্রীকান্ত স্কুলে মেধাবী ছাত্র। ক্যানসারে মায়ের মৃত্যুর পর কলকাতায় কাকার আশ্রয়ে আসতে হ'ল। বাবা বরদাচরণ শ্রীকান্তর নামে একখানা বাড়ী কিনেছিলেন, তাছাড়া কলকাতায় পৈত্রিক বাড়ীও জীবিতাবস্থায় তিনি ভোগ করেন নি। সেখানে থাকেন ছোট ভাই সারদাচরণ। তাঁর তিন ছেলে। রাম, শ্যাম ও মাধব। কলকাতায় কাকার বাড়ীতে শ্রীকান্তর পড়া ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। শিশু মাধবের সমস্ত দায়িত্ব প'ড়ল শ্রীকান্তর ঘাড়ে। মনের দুঃখ মনে চেপে শ্রীকান্ত কাজ ক'রে যায় চাকরের মতো। কারণ তার মা মৃত্যুর আগে ব'লে গিয়েছিলেন—"কাকাকে বাবার মতো সম্মান করবে। কখনও তার অবাধ্য হবে না।" একদিন শ্রীকান্ত রেগে প্রতিবাদ ক'রল—ফলে জুটল প্রচণ্ড প্রহার। প্রহারের ফলে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে মাথায় আঘাত পেল। তার হ'ল স্মৃতিভ্রংশ। খুড়তুতো ভায়েরা তার এই অবস্থা দেখে ঠাট্টা করে ডাকতো 'হাঁদা' বলে। ক্রমে তার নাম হয়ে গেল হাঁদা। হাঁদা তার নিজের বাড়ীতে চাকরের মতো খাটতে খাটতে বড় হ'ল। ইতিমধ্যে তার ছোট দু'ভাই রাম ও শ্যামের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার দায়িত্বও হাঁদার। সারাদিন পরিশ্রম করেও কারোও মন পায় না হাঁদা, সবাই বিরক্ত

কাহিনী/শ্রীকান্তের উইল

তার ওপর। একমাত্র ব্যতিক্রম ছোট ভাই মাধব। সে দাদাকে ভালবাসে তবু বাড়ীর সকলের বিরুদ্ধাচরন করার সাহস তার নেই। মাধব বিয়ে করে নিয়ে এলো নন্দিনীকে। নন্দিনী প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারলো তার ঐ অবহেলিত ভাসুরটীর দুরবস্থার কথা। সে নিজের বাড়ীর সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বাড়ীতে তার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিল। নিজে পড়াতে শুরু করলো হাঁদাকে। কাকা ও কাকীমা এ অবস্থাকে মোটেই ভালো চোখে দেখলেন না। কারণ হাঁদার যদি চোখ ফোটে তাহ'লে তাঁদের পরিবারের বিপদ। তাই বাড়ীর বৌদের সঙ্গে কাকা কাকিমাও নন্দিনীর আচরণের নিন্দা করতে লাগলেন এবং হাঁদার সঙ্গে নন্দিনীর এক কুৎসিৎ সম্পর্কের অপবাদ দিলেন। নন্দিনী লাঞ্ছিতা হল, তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে হাঁদাও মার খেল। আবার সেই ভাবে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে মাথায় আঘাত পেল। আঘাতের পর হাঁদার যেন ধীরে ধীরে পুনরায় স্মৃতি ফিরে আসতে লাগলো। তার প্রচণ্ড প্রতিহিংসা জাগলো কাকার ওপর। একদিন রাত্রে একটা খাঁড়া নিয়ে ঘুমন্ত কাকাকে কাটতে গিয়েও কাটতে পারলো না। মনে পড়লো মা'র নিষেধ। অসহায় হাঁদা কান্নায় ভেঙে পড়লো নিজের বিছানায়। তারপর কি করল শ্রীকান্ত ?.....

গান/শ্রীকান্তের উইল

এক

ও আমার যত সাধ স্বপন
করেছি মনেতে বপন
তারি ফল সোনা তুই খোকন
নিশিদিন সহি যন্ত্রণা
মরণের শুনি মন্ত্রনা
তবু হেসে করি দিন যাপন
সাধ কত ছিল
বড়ো হবে খোকন সোনা
সারা দেশ জুড়ে জুড়ে
নামে যশে হবে সে চেনা
সে গরবে বুক ভরে যাবে আমার
আমি হবো
এ দেশের মাঝে এক গরবিনী মা।
দিন চলে যাবে
আমি আর রবোনা তখন
তবুও রাখিস মনে
মা যে তোর দেখেছে স্বপন
ছেলে তার হবে এক দেশের রতন
লেখায় পড়ায়।
আর কেউ নেই যে গো তাহার মতন
ও আমার যত সাধ স্বপন
করেছি মনেতে বপন
তারি ফল সোনা তুই খোকন
নিশিদিন সহি যন্ত্রনা
মরনের শুনি মন্ত্রনা
তবু হেসে করি দিন যাপন—

দুই

নাম শকুন্তলা তার
যেন বৃন্তচ্যুত ফুল ভার
ছন্দোময়ী যেন তটীনি, বনহরিণী
সে আমার—সে আমার
নাম শকুন্তলা তার।
সখীরে প্রিয়ম্বদে অনুসূয়ে বলনা
সখীরে প্রিয়ম্বদে অনুসূয়ে বলনা—
একীরে আমার হোল, মনে মন রহেনা—
কেন তারে হেরিলাম
হরিল সবই আমার
রাজা ধিরাজ কুমার
মন মৃগ সে করে শিকার
অন্তরালে যায় চলিয়া
হৃদি দলিয়া
লীলা তার বোঝা ভার
রাজাধিরাজ কুমার
কিসেরি রাজা আমি
কি হবে সিংহাসনে
হীরে মণি মানিক্যে
বিলাসে ও ব্যসনে

ভিখারী তাহারি প্রেমে
হয়েছি মেনেছি হার
নাম শকুন্তলা তার
যেন বৃন্তচ্যুত ফুল ভার
ছন্দোময়ী যেন তটীনি, বনহরিণী
সে আমার—সে আমার
নাম শকুন্তলা তার—
প্রেমজ্বরে জর জর
হিয়া কাঁপে থর থর
আঁখি ঝরে ঝর ঝর
হয়েছি গো মর মর
মরি যদি তারে বোল
নাহি অভিযোগ আমার
রাজাধিরাজ কুমার
মনমৃগ সে করে শিকার
অন্তরালে যায় চলিয়া
হৃদি দলিয়া
লীলা তার বোঝা ভার—
নাম শকুন্তলা তার—

তিন

তুরু—তুরু
ছুকু ছুকু ছুকু ছুকু রেলগাড়ী চলে যায়
বহুদূর বহুদূর দূর দূর চলো যাই
ছুকু ছুকু ছুক্ ছুক্ ছুকু
ছুক্ ছুক্ ছুকু ছু—ক্
চলো
এমন কোন দেশে যাই
যে দেশে আপন পর বলে কিছু নাই
নাই ভেদাভেদ যেথা সবে ভাই ভাই
যে দেশে ক্ষুধার কোন নেইকো বালাই
চলো যাই চলো যাই
চলো সেই দেশে যাই
নাই ভেদাভেদ যেথা সবে ভাই ভাই
ছুকু ছুকু ছুকু ছুকু রেলগাড়ী চলে যায়
বহু দূর বহু দূর দূর দূর চলো যাই
ভাবো—
এমন যদি হোত
ফুলে ফলে দুনিয়াটা ভরে যেত
মুখে মুখে হাসি আর স্নেহ ভরা বুক
তাহলে দারুন এক মজা হোত
চলো যাই চলো যাই
চলো সেই দেশে যাই
নাই ভেদাভেদ যেথা সবে ভাই ভাই
ছুকু ছুকু ছুকু ছুকু রেলগাড়ী চলে যায়
বহুদূর বহুদূর দূর দূর চলো যাই।

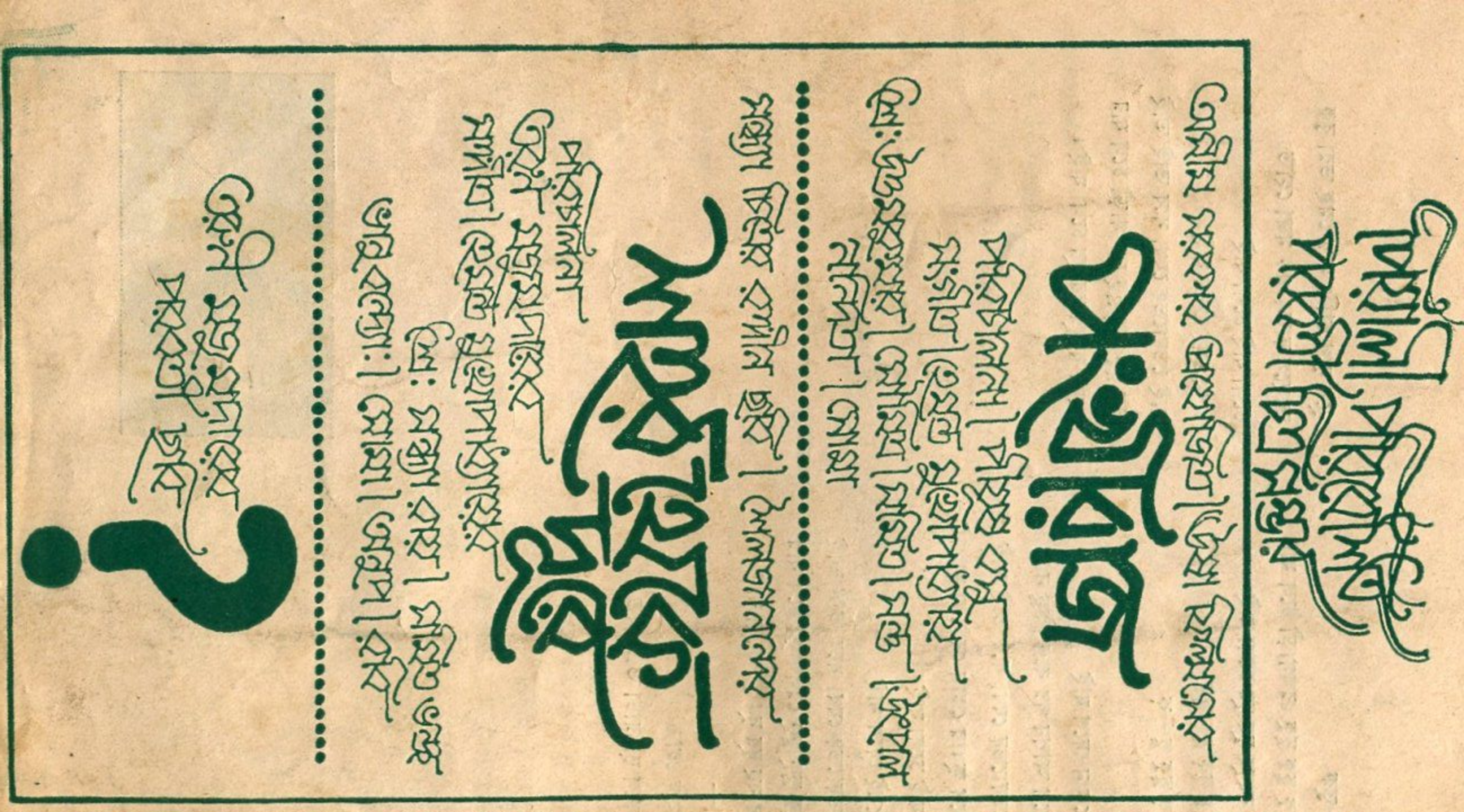

পিয়ালী পিকচার্স-এর প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা কর্তৃক ৩২, গনেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রচারিত। Soma Advertising, ১৭২, লেলিন সরণী, কলিকাতা-১৩ ইহতে মুদ্রিত।